একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৮৯

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪৩০ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-১৩

বিষয় : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার, নির্বাচনি মালামাল বিতরণ ও ব্যবহার

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৬ অনুচ্ছেদে দলীয় মনোনয়ন ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নিম্নরূপ বিধান রয়েছে-

(১) বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত কোনো লিখিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত পত্রের মাধ্যমে তিনি নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত দলের অন্যান্য মনোনীত প্রার্থী আর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন না।

(৩) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখিত নোটিশ দেয়া হলে বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে কোন অবস্থাতেই তা ফেরত বা বাতিল করা যাবে না।

(৪) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হলে রিটার্নিং অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তি তবে রিটার্নিং অফিসার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, প্রত্যাহারের তারিখের অব্যবহিত পরের দিন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ করিবেন।

২। **নির্বাচনি দ্রব্যাদি বিতরণ**: নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ফরম, প্যাকেট, ম্যানুয়েল, নির্দেশিকা, পোস্টার, লিফলেটসহ যাবতীয় মুদ্রণ সামগ্রী গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা হতে এবং নির্বাচনি দ্রব্যাদি (স্ট্যাম্প প্যাড, অফিসিয়াল সিল, মার্কিং সিল, ব্রাস সিল, লাল গালা, অমোচনীয় কালির কলম, হেসিয়ান বড় ব্যাগ, হেসিয়ান ছোট ব্যাগ) নির্বাচন ভবনের গোডাউন হতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার্জার লাইট, ক্যালকুলেটর, স্ট্যাপলার মেশিন ও স্ট্যাপলার পিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারকে নগদ অর্থ প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। সকল নির্বাচনি সামগ্রী জেলায় পৌঁছানোর পর ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোন দ্রব্যাদি ঘাটতি বা অতিরিক্ত পাওয়া গেলে বা অন্য কোন অসংগতি দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-১) বা সহকারী সচিব (ক্রয় ও মুদ্রণ)-কে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচনর অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন।

৩। **পোস্টাল ব্যালট পেপার ও ব্যালট পেপার সরবরাহ**: প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতীক বরাদ্দ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করতঃ নির্বাচন কমিশনে জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা অনুসারে

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

নির্বাচনি এলাকার সমসংখ্যক ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে ব্যালট পেপার মুদ্রণ করা হবে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোস্টাল ব্যালট পেপারও মুদ্রণ করা হবে। পোস্টাল ব্যালট পেপার ও ব্যালট পেপার মুদ্রণের পর মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকার তেজগাঁওস্থ বিজি প্রেস, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ও সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস হতে জেলা পর্যায়ে প্রেরণ করা হবে। আপনার আওতাধীন ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার অথবা দায়িত্বশীল কোন কর্মকর্তাকে অথরিটিসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন। ব্যালট পেপার পরিবহন ও বিতরণের সময় সর্বোচ্চ সতর্ক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে কিনা, তা সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপযুক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যালট পেপারসমূহ গ্রহণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক মিলিয়ে দেখতে হবে। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে।

৪। **ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি দ্রব্যাদি ব্যবহার ও বিতরণ**: ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন রকমের ফরম, প্যাকেট এবং অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী ব্যবহৃত হবে। প্রতি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য কি পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজন হবে তা **পরিশিষ্ট-ক**-তে উল্লেখ করা হলো। যথাসময়ে উল্লিখিত হারে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনি সামগ্রী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করবেন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সংখ্যক ও পরিমান নির্বাচনি দ্রব্যাদি যাতে বিতরণ করা যায়, সেজন্য প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক ও অধিক পরিমাণ নির্বাচনি দ্রব্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেরিতব্য এ সকল অতিরিক্ত দ্রব্যাদির মধ্য হতে কিছু পরিমাণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংরক্ষিত থাকবে। আবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি প্রতি ভোটকেন্দ্র হিসাবে যে হারে প্রয়োজন তার অতিরিক্ত দ্রব্যাদি প্রিজাইডিং অফিসার একটি কক্ষে মজুদ রাখবেন। জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েলের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নির্বাচনি দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণিত সংখ্যার সাথে এ পরিপত্রের **পরিশিষ্ট-ক** এর বর্ণিত সংখ্যার কিছুটা অমিল থাকতে পারে। সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্রসহ নির্বাচনের বিভিন্ন কাজে নির্বাচনি দ্রব্যাদি ব্যবহার ও বিতরণের নির্দেশ দিবেন।

৫। **নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহন ও বিতরণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দিন সকালে ব্যালট পেপার প্রেরণ**: নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে জেলা পর্যায়ে ও জেলা পর্যায় হতে উপজেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায় হতে ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহন ও বিতরণের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে বিভাগ/আঞ্চলিক বা জেলা পর্যায়ে নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহনে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিভাগ/আঞ্চলিক পর্যায় হতে জেলা পর্যায় এবং জেলা পর্যায় হতে উপজেলা পর্যায়ে দ্রব্যাদি পরিবহন ও বিতরণে অনুরূপ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, ভোটগ্রহণের দিন সকালে ভোটগ্রহণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার পৌঁছানোর জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে পার্বত্য, হাওর, বাওর, চর বা দ্বীপাঞ্চল বা অনুরূপ দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত ভোটকেন্দ্র অথবা জেলা সদর বা উপজেলা সদর বা মহানগর হতে অধিক দূরত্বে (যোগাযোগের ধরণ ও ভোটকেন্দ্রে গমনের প্রয়োজনীয় সময় ইত্যাদি বিবেচনায়) প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত যেসব ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দিন সকালে ব্যালট পেপার পৌঁছানো সম্ভব হবে না, সেসব ভোটকেন্দ্র উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের প্রস্তাবের আলোকে রিটার্নিং অফিসার স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ

করবেন। ব্যালট পেপার ভোটগ্রহণের দিন সকালে নিরাপত্তার সাথে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য যাচাই-বাছাই ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

আরো উল্লেখ্য, ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণের দিন সকালে বা তার আগের দিন যখনই পৌঁছানো হোক না কেন, ব্যালট বাক্সসহ অন্যান্য নির্বাচনি দ্রব্যাদিসহ এক-দু'জন ব্যতীত সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করবেন। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা এবং নির্বাচনি দ্রব্যাদির পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করবে।

৬। **মজুদকৃত দ্রব্যাদির ব্যবহার**: কোন কোন জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট কিছু সংখ্যক পিতলের সিল (ব্রাস সিল) মজুদ রয়েছে। সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে পিতলের সিল (ব্রাস সিল) সরবরাহের সময় মোট প্রয়োজন হতে এই মজুদকৃত সিল বাদ দিয়ে সরবরাহ করা হবে। কাজেই জেলা নির্বাচন অফিসারগণের নিকট মজুদকৃত সিল যোগ করে ভোটকেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ইতোপূর্বে প্রেরণকৃত ফরম এবং প্যাকেট যথারীতি সংরক্ষণ করতে হবে এবং অতিরিক্ত ফরম ও প্যাকেটের চাহিদা (যদি প্রয়োজন হয়) প্রেরণ করতঃ সংগ্রহ করতে হবে।

৭। **স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত নির্বাচনি সামগ্রীর ব্যবহার**: কিছু কিছু নির্বাচনি সামগ্রী যথা-বল পয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ ও কার্বন কাগজ, ছুরি, সুঁই, সুতা, মোমবাতি, গামপট, দিয়াশলাই, গ্লু, স্ট্যাম্প প্যাডের কালি, লোহা বা প্লাষ্টিকের পাত, দেয়াল-পত্র যথাঃ ''প্রবেশ''. ''বাহির'' ''ভোটকক্ষ নং ..... (পুরুষ)'', ''ভোটকক্ষ নং ..... (মহিলা)'', ''প্রিজাইডিং অফিসার'', ''সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার'', ''পোলিং অফিসার'', লেখা প্লেকার্ড ইত্যাদি সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ/সংগ্রহ করবেন। এ প্রসংগে স্মর্তব্য যে, এ সকল নির্বাচনি সামগ্রী ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের যোগ্য কিনা তা স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের সময় গুণাগুণ যাচাই করে ক্রয় করতে হবে, যাতে ভোটগ্রহণের সময় কোন বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। উল্লিখিত নির্বাচনি সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ক্রয়/মুদ্রণের জন্য অতিসত্বর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।

১৮/১২/২০২৩

মোঃ আতিয়ার রহমান
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ...ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৮৯

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪৩০ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিডএ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

৮. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৯. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১০. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
১৭. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৩. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৯. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার..... (সকল)
৩০. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)
৩১. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৮/১১/২০২৬

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি প্রয়োজন হবে তার তালিকা

১ম ভাগ

(১) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত
(২) ভোটার তালিকা (ছবিসহ)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার এক কপি
(৩) ব্যালট পেপার	ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ভোট দেবেন তত ব্যালট পেপার
(৪) অমোচনীয় কালির কলম	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি কলম এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২টি অতিরিক্ত
(৫) রাবারের সিলমোহর (অফিসিয়াল সিল)	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত
(৬) ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য রাবারের সিলমোহর (মার্কিং সিল)	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি এবং প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি অতিরিক্ত
(৭) স্ট্যাম্প প্যাড	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত
(৮) গালা	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২০০ গ্রামের ০১ প্যাকেট
(৯) পিতলের সিলমোহর (ব্রাস সিল) (১০) চার্জার লাইট (১১) ক্যালকুলেটর (১২) স্ট্যাপলার (১৩) স্ট্যাপলার পিন	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১প্যাকেট
(১০) ভোটকেন্দ্রে দ্রব্যাদি বহনের জন্য চটের থলি (হেসিয়ান বড় ব্যাগ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(১১) মনিহারী দ্রব্যাদি বহনের জন্য ছোট চটের থলি (হেসিয়ান ছোট ব্যাগ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(১২) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের সিল (লক)	প্রতি ভোটকক্ষে ০৫টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রে ০৫টি অতিরিক্ত

২য় ভাগ

ফরমসমূহ :

(১) ফরম-১৩ এ ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৪টি
(২) ফরম-১৪ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৩টি
(৩) ফরম-১৫ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৫টি
(৪) ফরম-১৬ ভোটগণনার বিবরণী	প্রয়োজন অনুযায়ী (স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ)
(৫) ফরম-১৭ ব্যালট পেপারের হিসাব	প্রতি ভোট কেন্দ্রের জন্য ৮টি

প্যাকেটসমূহ:

(১) প্যাকেট-১	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি (প্রার্থী প্রতি ১টি)
(২) প্যাকেট-২	গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৩)প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৪) প্যাকেট-৪	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৫) প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি

(৬) প্যাকেট-৬	টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৩টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে এবং যে কক্ষে টেন্ডার্ড ভোট প্রদত্ত হবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি হিসাবে সরবরাহ করতে হবে)
(৭) প্যাকেট-৭	ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহের প্যাকেটগুলি (প্যাকেট-৬) রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৮) প্যাকেট-৮	আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে, যে কক্ষে প্রয়োজন হবে সেই কক্ষে সরবরাহ করা হবে)
(৯) প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১০) প্যাকেট-১০	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১১) প্যাকেট-১১	টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১২) প্যাকেট-১২	ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৩) প্যাকেট-১৩	আপত্তিকৃত ভোটার তালিকা রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৪) প্যাকেট-১৪	ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৫) প্যাকেট-১৫	ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৬)প্যাকেট-১৬	বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৭) বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি

৩য় ভাগ

(ক) স্থানীয়ভাবে ক্রয়যোগ্য

(১) বল পয়েন্ট কলম	প্রতি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার জন্য ১টি এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অন্য কোন কর্মকর্তার জন্য ১টি
(২) সাদা কাগজ ও কার্বন কাগজ	প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা দিস্তা
(৩) কার্বন কাগজ	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২ সীট
(৪) ছুরি	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৫) সুঁই (বড় সাইজ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৬) সুতা (ছোট বল)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৭) মোমবাতি (বড় সাইজ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৬টি
(৮) গামপট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৯) দিয়াশলাই	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(১০) গ্লু	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি টিউব
(১১) স্ট্যাম্প প্যাডের কালি	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১ শিশি
(১২) মুড়িপত্র হতে ব্যালট কাগজ পৃথক করার উদ্দেশ্যে লোহা বা প্লাস্টিকের তৈরী পাত	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি

(খ) স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ করতে হবেঃ

দেওয়াল পত্র - (১) ''প্রবেশ'', '' বাহির'', ''ভোটকক্ষ নং ..... (পুরুষ)'', ''ভোটকক্ষ নং ..... (মহিলা)'' লিখিত প্লাকার্ড।

(২) ''প্রিজাইডিং অফিসার'', ''সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার'', ''পোলিং অফিসার'', ''পোলিং এজেন্ট'' লিখিত প্লাকার্ড।

৪র্থ ভাগ

ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যে সকল আসবাবপত্র রাখতে হবে:

(ক) টেবিল, (খ) চেয়ার, (গ) বেঞ্চ।

ভোটার কর্তৃক মার্কিং সিল প্রদানের স্থান (মার্কিং প্লেস): প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে কক্ষে বা স্থানে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করবেন, তা চাদর, চট অথবা চাটাই বা বেড়া দ্বারা নির্মাণ করা অথবা অন্য কোনভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এটি মার্কিং প্লেস হিসাবে সুপরিচিত। এ বিষয়ে এইটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় কেহ যেন তা দেখতে না পারে।